

# মন্ট্রিয়লের মেলাবাগ

সদেৱা সূজন

## কবি ত্ৰিদিব দস্তিদাৱেৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

আগুনেৰ পৰমমণি ছোঁয়াও প্ৰাণে .....

দীৰ্ঘ কয়েক বছৰ প্ৰিয় মানুষ বিহীন প্ৰবাসে কেটে দেশ মাটি ও মানুষেৰ ঠানে স্বদেশভূমিকে দেখবো বলে ১৯৯৮ সালেৰ ডিসেম্বৰ মাসেৰ প্ৰথম সপ্তাহে স্বপৰিবাৰে দেশে গিয়েছি বেড়াতে। স্ত্ৰী-কন্যা পুত্ৰ কে গ্ৰামেৰ বাড়িতে ৰেখেই ডিসেম্বৰেৰ দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকাতে গিয়েছিলাম বিজয় দিবসেৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান নিজ চোখে দেখেবো বলে। ১৯৭৫-এ জাতিৰ জনককে হত্যা কৰাৰ পৰে স্বাধীনতা বিৰোধীৰা ক্ষমতায় বসে স্বাধীনতা আৰ বিজয় দিবসকে শুধু নামেমাত্ৰ পালন কৰতো ফলে কোন অনুষ্ঠানই সত্যিকাৱেৰ মন দিয়ে কৰা হয়নি। দীৰ্ঘদিন প্ৰবাসে থাকায় স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধেৰ ওপৰ কোন সুন্দৰ অনুষ্ঠান দেখা হয়নি এবং দীৰ্ঘদিন পৰে ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনেৰ মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধেৰ ওপৰ একটি সুন্দৰ অনুষ্ঠানেৰ প্ৰত্যাশায় প্ৰতিক্ষায় ছিলাম। তাই সম্ভবত ১৯৯৮ সালেৰ ডিসেম্বৰেৰ ১৪ তাৰিখ সকালেৰ জয়ন্তিকা ট্ৰেনে ঢাকাৰ উদ্দেশ্যে ৰওয়ানা হই। আমাৰ কাছে মুক্তিযুদ্ধেৰ অনুষ্ঠান দেখা মানেই দীৰ্ঘদিন অভুক্ত কোন মানুষেৰ মুখে অনু গ্ৰহণ কৰাৰ মতো। ভেবে ছিলাম ঢাকাতে পৌঁছেই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসেৰ অনুষ্ঠান দেখবো, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে যে হয়না তাৰ প্ৰমান পেলাম সেদিন। শ্ৰীমঙ্গল থেকে ট্ৰেন ছাড়ার পৰপৰই সাতগাঁওয়েৰ পাহাড়ে গিয়ে ট্ৰেনেৰ ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেলো, ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়া মানেই ৪/৫ ঘণ্টাৰ অস্বস্তিকৰ বিশ্রাম। দুপুৰ দুটায় ঢাকাৰ কমলাপুৰ ৰেল ষ্টেশনে পৌঁছাৰ কথা থাকলেও পৌছে সন্ধ্যা ছটায়। ঢাকায় গিয়ে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত হোটেলে গিয়ে একটু খাওয়া-দাওয়াৰ পৰ্ব সেৱে আমাৰ প্ৰিয় শহৰ ঢাকা ঘূৰতে বেৰ হলাম। সেদিন আমাৰ শৰীৰে কোনই ক্লান্তি ছিলো না, কী যে এক অভূত পৰশে আমি ৰোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। কাৰণ, আমাৰ জন্মভূমি যাকে আমাৰ তীৰ্থভূমি বলি সেই মৌলভীবাজাৰ জেলাৰ বাইৰে দুটি শহৰ আমাৰ খুব প্ৰিয়। আৰ সেটা হলো ঢাকা আৰ সিলেট। ঢাকায় গেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিয়ুৰ গুলিস্তানেৰ জনাৱন্য আৰ খুব ভোৱে সহস্ৰ কাকেৰ অভুক্ত ক্ৰন্দন চিৎকাৰ আমাকে জাগৰিত কৰতো, আমাকে আৰো বেশী দেশ প্ৰেমে আবদ্ধ কৰতো। যেমনিভাবে সিলেটেৰ ভান্সা ৰাস্তায় ৰিক্সায় চলতে চলতে গিয়ে শৈশব- কৈশোৰ থেকে যৌবন কাটিয়েছি। সেই কত হাসি-কান্না-দুঃখ-কষ্টেৰ মধুৰ

স্মৃতি। যে স্মৃতি আমাকে কাঁদায় বারে বারে। যে স্মৃতি আমাকে নিয়ে যেতে চায় বার বার হাজার হাজার মাইল দূরের সেই আমার জন্মভূমি আমার অস্তিত্বের শেখড় যেখানে প্রাণিত আছে, যে মাটিতে আমার স্বজন আমার রক্তের বন্ধনরা ঘুমিয়ে আছেন, এই সেই মাটি আমাকে বার বার ঠানে। তাইতো আমি ফিরে যেতে চাই সেই মাটিতে।

আসলে আমার লেখাটা একান্তই আমার প্রিয় মানুষ বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি ত্রিদিব দস্তিদারের অকাল প্রয়ানে আমার অব্যক্ত ক্রন্দন, যদিও লেখতে গিয়ে অনেক কিছুই লেখতে হচ্ছে যা বলা যায় ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত। যাক্ গে ঢাকাতে পৌঁছেই রিক্সা করে ঘুরতে শুরু করি গুলিস্তান থেকে মতিঝিল হয়ে কাকরাইল থেকে বাংলা একাডেমী.....। কত কত রাস্তা যে ঘুরেছি সে রাতে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সে রাতে আমার মৃত্যু ভয় ছিলো না, ছিনতাইকারীদের কবলে পড়তে পারি সেই ভাবনাও মনে আসেনি শুধুই ব্যস্ততম শহর ঢাকাকে নয়ন ভরে দেখার বাসনা নিয়েই ঘুরেছি মধ্যরাত পর্যন্ত। আহা কি আনন্দানুভূতি লেগেছিলো সারা শরীর ও মন জুড়ে। রাতে হোটেলে ফিরেই টেলিফোন করি আমার স্যারকে। আমার স্যার যে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন সেই কলেজের ছাত্র ছিলাম আমি, এবং আমি তাঁর সরাসরি ছাত্র ছিলাম। আমার স্যার মানে তৎকালীন সরকারের সংসদের ভূইপ। যার স্নেহ ও ভালোবাসায় দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি করেছি দেশে থাকাবস্থায়। বিশেষ করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কত রকমের নির্যাতন সহিতে হয়েছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বছরের পর বছর একসাথে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। সাবেক সরকার দলীয় ভূইপ আর এখন বিরোধী দলীয় চীপ ভূইপ উপাধ্যক্ষ এম. শহীদ স্যারকে ফোন করে আমার ঢাকার অবস্থানের কথা বলে দেই। সেই রাতেই কথা হয় বাংলাদেশের খ্যাতিনামা চিত্র শিল্পী ও দেশদিগন্ত পত্রিকার উপদেষ্টা বর্তমানে ক্যানাডার টরন্টো প্রবাসী সৈয়দ ইকবাল ভাই'র সাথে ও আমার সম্প্রদানায় প্রকাশিত দেশদিগন্ত পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি বিশিষ্ট কবি ও লেখক সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের সঙ্গে। সৈয়দ ইকবাল নিজে ড্রাইব করে আজিজ সুপার মার্কেট থেকে সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের প্রতিষ্ঠান মিসিং লিং থেকে অনির্ধারিত ভাবে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। ভাবির আতিথেয়তার কথা ভুলার নয়। অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে আমাকে আর দুলালকে আপ্যায়ন করেছেন আদর যত্ন করেছেন তা ভোলার মত নয়। এই প্রবাসের কষ্টকটিন সময়ের মাঝে বার বার তাঁর এমন সুন্দর আতিথেয়তার কথা মনে পড়েছে। যাক্ যদিও ঢাকাতে নেমেই স্যারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি তাঁর বাসাতে যাই। আমি মন্ট্রিয়ল থেকে রওয়ানা হবার পর পরই মন্ট্রিয়লের কমিউনিটি নেতা গোলাম মোহাম্মদ মাহমুদ মিয়া, মাহমুদ ভাই স্যারকে ফোন করে জানিয়েছিলেন ফলে প্লেন থেকে নামার পরপরই আমার আত্মীয় স্বজনের পশাপাশি ভূইপ সাহেবের সেক্রেটারীরাও (আমার স্নেহভাজন ভাতৃসম আমার হাতে গড়া রাজনৈতিক কর্মী) আমাদের নিতে আসে। পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর স্যারের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি। স্যার খুব ব্যস্ত।

একটার পর একটা মিটিং লেগেই আছে। ৩২ নম্বর ধানমন্ডীর বঙ্গবন্ধু যাদুঘর থেকে ২৩ বঙ্গবন্ধু এ্যভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে কত জায়গায়ই সেদিন যেতে হয়েছিলো তার কোন ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকটা মিটিং ঘিরেই ছিলো বিজয় দিবসের কর্মসূচী নিয়ে প্রস্তুতি। বঙ্গবন্ধু এ্যভিনিউর অফিসে গিয়ে দেখি লেখক আর সাংস্কৃতিক কর্মীর সমাগমে বিশাল অফিসটি তিল ধারণের স্থান নেই, বহু বছর পরে অনেকের সঙ্গে দেখা হলো কারণ সেদিন সম্ভবত সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভা চলছিলো। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অনেকের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিতি। সেই কবে ১৪/১৫ বছর পূর্বে দেশে থাকাবস্থায় এ সংগঠনটির সঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে। দেখা হলো আমার সিনিয়র সাংবাদিক বাংলার বাণীর সহকারী সম্পাদক, সাবেক ছাত্রনেতা ও তৎকালীন সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে, (সম্ভবত ১৯৮৫ সালে কাদের ভাই দৈনিক বাংলার বাণীতে সহকারী সম্পাদক থাকাকালে আমি ঢাকাতে গেলেই ৮১ মতিঝিল এর বাংলার বাণীর কাদের ভাই’র অফিসে আড্ডা হতো। কাদের ভাই তখন খ্যাতিনামা সাংবাদিক। বাংলার বাণীতে তাঁর সাপ্তাহিক কলাম ‘প্রসঙ্গ ক্রমে’ সর্বাধিক তুঙ্গে। সম্ভবত বৃধবারে তা প্রকাশ হতো। এছাড়াও তিনি ছিলেন যাদুকরী বক্তা। সারা দেশের প্রতিটি এলাকায় তখন ছাত্রলীগের সম্মেলনে কাদের ভাই’র চাহিদা। কাদের ভাই’র সঙ্গে সিলেটের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সুভাগ্য আমার হয়েছিলো কারণ আমি তখন বাংলার বাণীর জেলা প্রতিনিধি ছিলাম।) সেদিন আরো দেখা হলো এবং শহীদ স্যারের বদন্যতায় পরিচিত হলাম চলচিত্র অভিনেতা ফারুক, আলমগীর কুমকুম, আসাদুজ্জামান নূর, রামেন্দু মজুমদার, কবি ত্রিদিব দস্তিদার (আমার পূর্বের পরিচিত), কবি আসলাম সানিসহ অনেকের সঙ্গে। তবে সবচেয়ে বেশী সময় কেটেছিলো এবং সভার মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী পোশাক পশ্চিমা ষ্টাইলের পোশাক পরিহিত খ্যাতিমান কবি ত্রিদিব দা’র সঙ্গে। ত্রিদিব দা’র সঙ্গে আমার পূর্বে বেশ ক’বার দেখা হয়েছে। সম্ভবত ১৯৮৮ সালের পর কবি ত্রিদিব দস্তিদার বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি, পরবর্তীতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কবিতা পরিষদের সদস্য। কবিতা পরিষদের জন্ম লগ্ন থেকে ১৯৯১ সালে দেশ ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত কবিতা পরিষদের প্রতি বছরের সম্মেলনে যোগ দেবার সুভাগ্য আমার হয়েছিলো আর ফলেই দেশের খ্যাতিমান কবিদের সঙ্গে পরিচয় হবার সুভাগ্য হয়েছিলো। কিন্তু আমার কাছে ত্রিদিব দা’র মতো এমন নিরাহংকারী এমন সুন্দর মনের মানুষ কাউকে পাইনি। এটার কারন হলো ঢাকার কবি সাংবাদিক লেখক থেকে রাজনৈতিক নেতারা নিজেরে বড় বেশী বড় মনে করেন, মফস্বল জেলা কিংবা উপজেলা থেকে যদি কেউ তাঁদের সঙ্গে, দেখা কিংবা পরিচিত হতে গেলে ভগবান দর্শনের মতো মনে হতো। এসব কবি লেখক আর রাজনৈতিক নেতারা মনে করতেন নিজেরা তাদের উচ্চতা মনে হয় আকাশব্যাপী। যাক ঢাকার কবিদের মধ্যে ত্রিদিব দা’র মতো এত অমায়িক, বিনয়ী, আন্তরিক, অহংকারবিহীন সুন্দর মনের বড় মাপের কবি আর কাউকে দেখিনি।

২৪ নভেম্বরের ২০০৪ বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর ইন্টারনেট সংস্করণ খুলতেই এমন দুঃসংবাদটি আমাকে নির্বাক নিস্তব্ধ করে দিলো। ২৩ নভেম্বর ২০০৪ সালের ভোররাতে এই নিভৃতচারী, চির কুমার থেকে এই বিনয়ী সুদর্শণ এবং বিস্ময়কর জ্ঞানের অধিকারী কবি-রাজ ত্রিদিব দস্তিদারের অকাল প্রয়ান ঘটলো। তাঁর মৃত্যু সংবাদে আমাকে হাজার হাজার মাইল দূরেও কাঁদিয়েছে।

চট্টগ্রামের প্রখ্যাত জমিদার পরিবারের ছেলে হয়ে তিনি ছিলেন একজন অতি সাধারণ মনের মানুষ। চট্টগ্রামে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি অন্যরা দখল করে যাচ্ছে তিনি তা পরোয়া করেননি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তা দলিত মথিত করেছেন, নিজে ঢাকায় একটি ছোট্ট ঘরে অর্ধাহারে চন্নিছাড়া জীবন নিয়ে কবিতা সাধনা করেছেন। এমন কবিতা প্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহসী সৈনিক, মানব প্রেমিক, স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু প্রেমিক ক্রোধহীন হিংসা বিবাদহীন দৃষ্ট অবিচলের মানুষ ক'জন দেখা যায় এ সময়ের জগত সংসারে? তাঁর অকাল বিয়োগ-ব্যথায় আমি হাজার হাজার মাইল দূরে এই প্রবাসে ব্যথিত, নিরবে নিভৃত্তে একান্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার শোকাশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে আমার হৃদয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি হোক, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তিনি বেঁচে থাকুন মানুষের মাঝে। বিদায় বন্ধু বিদায়, জানি আর ফিরবে কোন দিন মানুষের মাঝে। আগুনের পরমমণি ছোঁয়াও প্রাণে .....

মন্ট্রিয়ল ২৫.১২, ২০০৪

সদেরা সুজন/ ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী